بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ  نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ  وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

# খুতবা জুমআ

***'আমালে সালেহা বা পবিত্র জীবনযাপন এবং ইবাদত বা আরাধনায় অভিরুচি ও আগ্রহ সৃষ্টি নিজ হতে সম্ভবপর নয় বরং এটি খোদাতাআলা কর্তৃক গৃহিত কৃপারাজি ও শক্তি দ্বারা সম্ভব হয়। এর জন্য আবশ্যকীয় যে মানুষ বিচলিত না হয় এবং খোদাতাআলার নিকট হতে তাঁর এই কৃপারাজি ও শক্তি সাধনের জন্য প্রার্থনা করতে থাকে। এই আগ্রহ এবং অভিরুচি সৃষ্টির জন্যও ক্ষমাপ্রার্থনা বা ইশতেগফার করার খুবই প্রয়োজন আছে। শত্রুর বিরোধীতা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইশতেগফার করা খুবই আবশ্যক।"***

**সৈয়দনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ ফজল লন্ডন হতে প্রদত্ত ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০১৫-এর জুমআর খুতবার কিয়দংশ**

তাশাহুদ, তাউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন,- কতক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে ইবাদতে অভিরুচি ও তৃপ্তি কিভাবে সৃষ্টি করা যায়, আমাদের শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় না। তাই স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয় যে বান্দার (ভক্তের) কর্ম হোল স্থিরচিত্ততা এবং একনিষ্ঠতার সহিত প্রচেষ্টারত থাকা। এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে যে, যা কিছু পাবো তা খোদাতাআলার পক্ষ হতে পাবো। তখনই সেই পরিস্থিতির সৃষ্টি সম্ভব হবে যা খোদাতাআলার নিকটস্থ করবে এবং ইবাদতের আকাঙ্খাকে বৃদ্ধি করবে।

একদা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)কে কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো যে ইবাদতে বা আরাধনাতে অভিরুচি কিভাবে সৃষ্টি করা সম্ভব। তিনি (আঃ) বলেন যে,- আমালে সালেহা বা পবিত্র জীবনযাপন এবং ইবাদতে অভিরুচি ও আগ্রহ সৃষ্টি নিজ হতে সম্ভবপর নয়, কোন ব্যক্তি স্বয়ং যদি বলে যে তার অন্তরে তা সৃষ্টি হয়ে যায় বা নিজ প্রচেষ্টা দ্বারা তা সৃষ্টি করা সম্ভব, তা কখনই সম্ভব নয়। এটি একমাত্র খোদাতাআলার কৃপা এবং প্রেরিত শক্তি দ্বারাই পাওয়া সম্ভব। এর জন্য আবশ্যকীয় যে মানুষ বিচলিত না হয় এবং খোদাতাআলার নিকট হতে তাঁর এই কৃপারাজি ও শক্তি সাধনের জন্য প্রার্থনা করতে থাকে। ক্লান্ত হয়ে বসে না পড়ে বরং অবিরতভাবে দোয়া করতে থাকা উচিৎ এবং সেই দোয়া করতেও যেন পরিশ্রান্ত হয়ে না পড়ে। তিনি (আঃ) বলেন,- এই দোয়া করতে গিয়ে যেন সে পরিশ্রান্ত হয়ে না পড়ে, যখন মানুষ এরূপে স্থিরচিত্ততার সাথে অবিরত এ কাজে মানোনিবেশ করে তো অবশেষে খোদাতাআলা নিজ কৃপার দ্বারা সেই অনুভূতি সৃষ্টি করে দেন যা প্রাপ্তির জন্য তার অন্তর ব্যকুল ও অস্থির থাকতো অর্থাৎ ইবাদত বা আরাধনার জন্য অভিরুচি ও আগ্রহ এবং মাধুর্য সৃষ্টি হতে থাকে। যাকে বলা যেতে পারে ইবাদতের এক সুমিষ্টতা তা সে অনুভব করতে আরম্ভ করে দেয়, এক ধরনের আনন্দ বা তৃপ্তি অনুভব হতে থাকে। তিনি (আঃ) বলেন,- পরন্তু যদি কোন ব্যক্তি দৃঢ়তার সাথে সচেষ্ট না হয় আর সে এ মনোভাব পোষণ করে যে ফুঁ দিয়ে কেউ আমাকে এর উপযুক্ত করে দেবে যে সে আল্লাহতাআলার নিকটস্থ বান্দায় পরিণত হয়ে যাবে বা আরাধনায় একনিষ্ঠতা লাভ করবে অথবা সে কারুর সান্নিদ্ধ্যে চলে যায় তো তাকে ফুঁ দিলে সে ইবাদতকারীতে পরিণত হয়ে যায় যা কিনা সম্ভব নয়। তিনি (আঃ) বলেন যে,- এটি আল্লাহতাআলার নিয়ম ও সুন্নত নয়। এই পদ্ধতিতে যে ব্যক্তি আল্লাহতাআলাকে পরীক্ষা করে সে খোদাতাআলার সহিত

ঠাট্টা করে এবং ধ্বংস হয়ে যায় এবং অবশেষে এর পরিণাম কি হয়? নিঃশেষ হয়ে যায় ও খোদা হতে দূরে চলে যায়। তিনি (আঃ) বলেন,- একান্ত স্মরণ রাখা উচিত যে, হৃদয় আল্লাহতাআলার হস্তে নিহিত। তাঁর কৃপা না হলে দ্বিতীয় দিনে সে খ্রীষ্টান হয়ে যায়, ইসলাম হতে দূরে চলে যায় বা অন্য কোন বিধর্মে প্রবেশ করে বসে। ধর্ম হতে দূরে চলে যায়। তাই সর্বক্ষণ তাঁর কৃপা লাভের জন্য দোয়া করতে থাকো, এবং তাঁর সহায়তা যাচনা করো তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো তিনি যেন তোমাকে 'সিরাতুল মুসতাকীম' অর্থাৎ সহজ সরল পথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। যে ব্যক্তি খোদাতাআলা হতে বিমুখ হয় সে শয়তানে পরিণত হয়ে যায় তাই যখনই আল্লাহতাআলা হতে বিমুখ হও, খোদাকে ত্যাগ করো, আল্লাহতাআলাকে বিস্মৃত হও তখনই শয়তান আক্রমণ করে বসে এবং শয়তানে পরিণত হও। তিনি (আঃ) বলেন যে,- এজন্য আবশ্যক যে মানুষ অনুশোচনা বা অনুতাপ করতে থাকুক যাতে সেই বিষ ও উত্তেজনা সৃষ্টি না হয় যা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। অনুশোচনাই এর চিকিৎসা যেন অনুশোচনা করো যাতে এই বিষ হতে রক্ষা পাও যা শয়তানের নিকটস্থ করে ও মানুষকে ধ্বংস করে।

সুতরাং স্থিরচিত্ততাই হলো এর শর্ত এবং এই বিশ্বাস থাকতে হবে যে খোদাতাআলা ভিন্ন কিছুই নাই। যখন সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে মানুষ খোদাতাআলার দিকে নতমস্তক হয় তখনই সেই অনুভূতির সৃষ্টি হয় যা আরাধনার আকাংখাকে জাগ্রত করে। অনবরত আল্লাহতাআলার দিকে অবনমিত হতে হয়। অবিরত তাঁর নিকট সাহায্য কামনা করতে হয়। শয়তান যেহেতু সর্ব সময় আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকে, তাই হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন যে,- এই আগ্রহ এবং অভিরুচি সৃষ্টির জন্যও ক্ষমাপ্রার্থনা বা ইশতেগফার করার প্রয়োজন আছে। শত্রুর বিরোধীতা হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যও ইশতেগফার করা খুবই আবশ্যক। অনুশোচনা মারফত যখন শয়তানকে দূরীভূত করতে সক্ষম হবে মানুষ তখন আল্লাহতাআলার আশ্রয়স্থলে আসার জন্য ব্যাকুলচিত্তে প্রার্থনা করবে। ক্ষমাপ্রার্থনাও ব্যাকুলতার সহিত হতে থাকলে এবং অধিক উন্নতি বা সফলতার জন্য তাঁর নিকটতম স্থলকে অনুসন্ধানের প্রত্যাশায়ও প্রার্থনা হতে থাকবে। আর যখন এরূপ অবস্থা মানুষের হয়ে যায় এই অনুভূতির আচ্ছাদনে আবৃত হয়ে পড়ে তখন খোদাতাআলা নিজ কৃপা বর্ষণ করেন।

আল্লাহতাআলা আমাদেরকে প্রকৃত ইবাদতকারী হতে ও পুণ্য অর্জনকারী হতে সহায়তা করুন এবং স্থিরচিত্তে এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে সাহায্য করুন। আমীন।

**অনুবাদকঃ বুশরা হামীদ, নাজারাত নাশরো ইশাআতের নির্দেশক্রমে**